বিবাহভাবনা

মাসিক

চেতনা

জিলহজ ১৪৪৩ । জুলাই ২০২২ । আষাঢ় ১৪২৮

পৃষ্ঠপোষক : মাও. খোরশেদ আমজাদী
উপদেষ্টা : মাও. ইমরান আশরাফী
সম্পাদনা : মাহমুদ সিদ্দিকী
সহ-সম্পাদক : ওয়াহিদুর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক : বোরহান আশরাফী

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২

প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু তাহমিয়া

প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৭৯৮-৯৪ ৭৬ ৫৭

পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭ ৬৩৫
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার, পরিধি

মূল্য : ১০০.০০৳

চাই শুদ্ধ চেতনার বিশুদ্ধ চিত্রায়ন। ৫
তাঁকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ৬
দুনিয়া ও নারী সম্পর্কে সতর্ক হও! । ১২
বিবাহের খুতবা। ১৩
নবিজির দাম্পত্যজীবন—সাদিক ফারহান। ১৫
বিয়ের জন্য দুআ—আবদুল্লাহ আল মাসউদ। ২২
বিয়ের প্রস্তুতি ও রিজিকের ব্যবস্থা : কয়েকটি নিবেদন—আতিক উল্লাহ। ২৫
বিয়ে নিয়ে যত কথা—ইমরান রাইহান। ২৮
আম্মাজান আয়িশা সিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে : একটি সহজ
বিশ্লেষণ—আশরাফুল হক। ৩৯
বিবাহ : অফুরান যার রহস্য—জুবাইর আহমদ আশরাফ। ৪২
ছোট্ট এক জান্নাতে—মাজিদা রিফা। ৪৯

গাইরত : মুমিনের অপরিহার্য গুণ—মাহমুদ সিদ্দিকী। ৬০
ভালোবাসা মন্দবাসা—মাহিন মাহমুদ। ৬৯
ইলম সাধনায় চিরকুমার ওলামায়ে কেরাম—আবদুল্লাহ বিন বশির। ৭৬
দাম্পত্য বিষয়ক—আতিক আবদুল্লাহ। ৮৭
তৃষিত মন—আবু সাঈদ। ৮৯
শিক্ষানবিশ সন্তানের বিয়ে-ভাবনা—আকরাম হোসাইন। ৯১
বিয়ের বিধান, উদ্দেশ্য ও একটি অজ্ঞতা—আলী হাসান উসামা। ৯৪
বিয়েকথন—যায়েদ মুহাম্মদ। ১০২
বিয়ে : প্রথা যখন প্রভু—আরিফুল ইসলাম। ১০৫
বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি—তানজিল আরেফিন আদনান। ১১২
বিয়ে নিয়ে অদ্ভুদ ধারণা—মুহাম্মদ হুসাইন। ১২৩
একাধিক বিবাহ—মাসুদ আলিমী। ১২৪
সালাফের বিবাহ—মাহমুদ তাশফীন। ১৪৭

সম্পাদকীয়

চাই শুদ্ধ চেতনার বিশুদ্ধ চিত্রায়ন!

*চেতনা*র বিয়ে সংখ্যা যখন বেরুচ্ছে, সময়ের গায়ে তখন চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষের ক্ষত। বিজেপির নুপুর শর্মা আর নবিন জিন্দালের উদ্ধত অশোভ ও অশ্রাব্য বাক্যবাণে ক্ষত মুসলিম উম্মাহর হৃদয়। সৃষ্টির সেরা মহাকালের মহামানব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুতঃপবিত্র চরিত্রে তারা এমন কালিমা লেপন করেছে, যা তৎকালীন আরবে তাঁর শত্রুরাও কল্পনা করে নি। এ প্রসঙ্গে আশরাফুল হকের *আম্মাজান আয়িশা সিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে : একটি সহজ বিশ্লেষণ* বিশেষভাবে পাঠযোগ্য। লেখক হাদিস ও সিরাত মন্থন করে এমন যুক্তি দেখিয়েছেন, যা বিশেষ বিচার্য।

নানামাত্রিক একাধিক দৃষ্টিকোণের বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ-মুক্তগদ্য-মতামত ও পঙ্ক্তিমালা নিয়ে *চেতনা*র বিয়ে সংখ্যা এবং একই সাথে সূচনা সংখ্যা পাঠকের দৌড়গোড়ায় পৌঁছুচ্ছে। এই সংখ্যার লেখক প্রকাশক ও শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

চেতনা শুদ্ধ চেতনার বিশুদ্ধ চিত্রায়ন চায়!

তাঁকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন!

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

হে লোক সকল, নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার ওসিলা দিয়ে (তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক) চেয়ে থাক, এবং (আত্মীয়দের অধিকার খর্ব করা)-কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

তাফসির : সুরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ

অর্থাৎ হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবত এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ের খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খুতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে 'হে লোক সকল' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে সমগ্র মানুষই, পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী, প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র

সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের জিম্মাদার এবং যার রবুবিয়াত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান!

এরপরই আল্লাহ তাআলা মানবসৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারত, কিন্তু আল্লাহ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটিমাত্র মানুষ তথা হজরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন।

আল্লাহভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃ বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে নেয়। এরপর ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

অর্থাৎ, সে মহাসত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম আলাইহিস সালাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমত হজরত আদম আলাইহিস সালামের স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলত পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ভূমিকা হিসাবেই বর্ণনা। আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের পরিমাণ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসাবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অতঃপর আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবি কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক।

এ পর্যায়ে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক, তা পিতার দিক থেকেই হোক অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্কে

সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর। দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াতিম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারি করা হয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক

আলোচ্য সুরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয়ই বোঝানো হয়েছে। কালামে পাকে 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রিহম'। আর 'রিহম' অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয় অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলত মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামি পরিভাষায়—'সেলায়ে-রিহমি' বলা হয়। আর এতে কোনো রকম ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেতয়ে-রিহমি'।

হাদিস শরিফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'যে ব্যক্তি তার রিজিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।'[1]

এ হাদিসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে দীর্ঘ জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় আগমনের সাথে সাথে আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই,

---

1. *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৫৯৮৬

يا أيها الناسُ، أفشُوا السلامَ، وأطعِمُوا الطعامَ، وصِلوا الأرحامَ، وصَلّوا والناسُ نيامٌ، تدخلوا الجنةَ بسلامٍ.

হে লোক সকল, তোমরা পরস্পর বেশি বেশি সালাম দাও! আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল, এবং এমন সময় নামাজে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[2]

অন্য এক হাদিসে আছে, উম্মুল মুমিনিন হজরত মায়মুনাহ রাজিয়াল্লাহু আনহা তাঁর এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন,

'তুমি যদি বাঁদীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে বেশি পুণ্য লাভ করতে পারতে।'[3]

ইসলাম দাস-দাসীদের আজাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন,

الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وهي على ذي الرحمِ ثنتانِ صدقةٌ.

কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদকা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়।[4]

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের অধিকার আদায় যেমন অত্যন্ত পুণ্যের কাজ, তেমনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও মহানবি সাল্লাল্লাহু

---

2. *শরহুস সুন্নাহ*, খণ্ড ২ :, পৃষ্ঠা : ৪৬৩
3. *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ২৫৯২
4. *জামিউত তিরমিজি*, হাদিস : ৬৫৮

আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। এক হাদিসে বলা হয়েছে,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[5]

তিনি আরও বলেন,

لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ.

যে কওমের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কোন ব্যক্তি বিরাজ করবে, তাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবে না।[6]

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোন মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয় করার কী তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে কোন বেগ পেতে হয় না। কারণ, তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

কুরআনে কারিমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয় নি। কুরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আন্তরিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-

---

5. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ২৫৫৬
6. *শরহুস সুন্নাহ*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৪১

মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।[7]

হাদিসের দ্যুতি

7. আলোচ্য আয়াতের তরজমা ও তাফসির, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন* এবং *তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন* থেকে নেওয়া হয়েছে।

দুনিয়া ও নারী সম্পর্কে সতর্ক হও!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الدُّنيا خَضِرَةٌ حُلوَةٌ، وإِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ مُستَخلِفُكم فيها، لِينظُرَ كيف تَعمَلونَ، فاتَّقوا الدُّنيا، واتَّقوا النِّساءَ؛ فإنَّ أوَّلَ فِتنةِ بَني إسرائيلَ كانت في النِّساءِ.

অবশ্যই দুনিয়া চাকচিক্যময় মিষ্টি ফলের মতো আকর্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা সেখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করো। তোমরা দুনিয়া ও নারী জাতি থেকে সতর্ক থেকো! কেননা, বনি ইসরাইলের মাঝে প্রথম ফিতনা নারীকেন্দ্রিক ছিল।[৪]

ব্যাখ্যা : 'দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও!'—হালাল-হারাম বিচার না করে দুনিয়া অর্জন করো না, এবং দুনিয়ার লোভে পড়ে যেয়ো না। এতে তোমাদের দুনিয়া-আখেরাত উভয় ধ্বংস হবে।

এই যুগের মুসলমানরা প্রিয়নবির এই উপদেশ অগ্রাহ্য করেছে। দুনিয়ার লোভ হলো, জুয়া, খেয়ানত ও প্রতারণা প্রভৃতি জঘন্য হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করা এবং গরিবদের হকের প্রতি উদাসীন থাকা। ফলে মুসলমানদের নানা প্রকারের আজাব ঘিরে ধরেছে।

'বনি ইসরাইলের প্রথম বিপদ'—আমালিকাদের সাথে যুদ্ধে বনি ইসরাইলের জয় নিশ্চিত ছিল। আমালিকারা ইসরাইলী সৈন্যদের নিকট নারী পাঠায়। ফলে তারা চরিত্র হারিয়ে পরাজিত হয়। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করে বলছেন, 'সাবধান, তোমরা নারী জাতি থেকে সতর্ক থেকো!'

---

৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৮৪১

বিবাহের খুতবা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই, এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তাঁর নিকট অন্তরের কুমন্ত্রণা থেকে পানাহ চাই, যাকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তাকে পথ প্রদর্শনের কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, যার ওসিলায় তোমরা নিজেদের হক চেয়ে থাক, এবং আত্মীয়দের অধিকার খর্ব করাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[9] হে মুমিনগণ, অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান! অন্য কোনও অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে, বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।[10] হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা

9. সুরা নিসা, আয়াত : ১
10. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০২

বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দেবেন, এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করল।[11][12]

সিরাতের সৌরভ

11. সুরা আহজাব, আয়াত : ৭০-৭১
12. *সুনানু আবি দাউদ*, হাদিস : ২১১৮

নবিজির দাম্পত্যজীবন

সাদিক ফারহান

আমাদের একজন রাসুল আছেন, আছেন মুহাম্মদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাকে জগতের সবকিছুর বেশি ভালো না বাসলে আমাদের ইমান পূর্ণতা পায় না। মুমিন তাকে ভালোবাসবে কীভাবে? চোখের সামনে স্ত্রী, দৈনন্দিন জীবনের মায়াময় অনুষঙ্গ পরিবার, সন্তান ও পিতা-মাতা, এদের ছেড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে গত হওয়া, একজন মানুষকে সত্যিই কি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা যায়? আমরা মানুষ, আমরা দুর্বল। মাঝেমধ্যেই তাই ভড়কে যাই, সত্যিই কি ভালোবাসি তাকে? আমার পরিবার, আমার সত্তা ও প্রণয়ের বর্তমান সীমা ছাড়িয়ে, সত্যিই আমি তাকে গভীরে গ্রহণ করতে পেরেছি?

আমরা মানুষ বটে, তবে আমরা মুমিনও। তাই, ইমানের পূর্ণতা ধারণ করার তরিকা আমাদের দিয়েছেন। বলেছেন, 'তিনি যা বলেছেন, যা করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আমরা তা জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবেই প্রমাণ হবে যে, আমরা তাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি।' কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে অবাধ উঠাবসার দরুন, আমরা নিজেদের পরিবার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছি। মুমিন দাবিদার হয়েও, আমরা এমন একজন রাসুলকে বুকের ভেতর ধারণ করতে পারি নি, যিনি কেবল জাতিরাষ্ট্রের জন্য নয়—রহমত ও আদর্শ ছিলেন পুরো জীবনব্যবস্থার জন্য। তিনি অনুকরণীয় ছিলেন পরিবারে, অনুসৃত ছিলেন সমাজে ও বিশ্বপরিসরে। আমরা তা দূরে ঠেলে দিয়ে, আপন করে গায়ে মেখেছি পশ্চিমা সমাজের রঙ। তাই আমাদের দাম্পত্যে বাড়ছে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও পারিবারিক দূরত্ব। কিছুটা অবুঝে ও কিছুটা অতিবুঝে, আমরা নিজেদের জন্যই ডেকে আনছি অশান্তির অশনি দাবানল।

অথচ আমাদের একজন আদর্শ নির্দেশক আছেন। কেবল মুমিন কেন, কোন বিধর্মীও যদি তাকে পরিবারে ও সমাজে ধারণ করে, তাহলে সে-ও চারপাশে এর সুফল ও সাফল্য দেখতে পাবে। কেবল দীন নয়, জাগতিক সকল বিষয়েও তিনি ছিলেন আমাদের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন কীভাবে শান্তি ও ভারসাম্যতায় পরিচালনা করেছেন, তা আজও জগতের সামনে অপার বিস্ময় রেখে যায়। একজন স্বামী হিসেবে মুমিন ব্যক্তির কী দায়িত্ব রয়েছে পরিবারে, স্ত্রীর আপাত বক্রতাকে সামলে নিয়ে কীভাবে দাম্পত্যে শান্তির ফুল ফোটাতে হয়, তিনি তার উত্তম নমুনা আমাদের দেখিয়ে গেছেন। একাধিক স্ত্রী নিয়েও তিনি যে দারুণ সংসারযাপন করেছেন, তা ছিল ফুলেল, কমনীয়, শুভ্র, আলোকিত ও সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বোত অনুসরণীয়।

স্ত্রীদের জন্য রাসুল ছিলেন বন্ধুর মতোন। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি বা সমগ্র জাহানের খোদাপ্রেরিত নবি হিসেবে, তিনি তাদের সাথে আচরণ করতেন না। তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন, চলতেন ও আচরণ করতেন, একজন সাধারণ মানুষের মতো—একজন প্রেমময় স্বামীর মতো। দুঃখ পেলে তাদের সান্ত্বনা হতেন, ভালোবাসতেন। স্ত্রী হিসেবে সম্মান দিতেন, তাদের নারীসুলভ অনুভূতির মূল্যায়ন করতেন। কথা-কাজে তাদের মন ভেঙে দিতেন না। কঠিন শব্দ ব্যবহার করে, তাদেরকে ভীত-প্রকম্পিত করে তুলতেন না। বরং তাদের অনুযোগ শুনতেন, মনের কথা বুঝতেন এবং প্রয়োজনে চোখের পানি মুছে দিতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহার জীবৎকালে তিনি আর কোনো বিয়ে করেন নি। এরপর আল্লাহর হুকুমে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মোট ১১টি বিয়ে করেন। বিভিন্ন বয়সের নারী ছিলেন রাসুলের স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় আবার কেউ অনেক ছোট। অথচ বিভিন্ন বয়সী সব স্ত্রীর সঙ্গেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল ভালোবাসার ও মধুর সম্পর্ক। বয়সে বড় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই ভালোবাসতেন যে যখনই তাঁর স্মৃতিচারণ